দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 09 APR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৫ ...

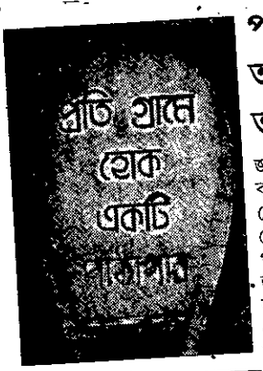

পাঠাগারই আলোর আধার

জ্ঞানভিত্তিক সমাজপ্রতিষ্ঠা করা না গেলে এদেশের কোন ভবিষ্যত নেই, এবং সেটার প্রথম শর্ত হলো পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনে পড়ার অভ্যাস তৈরি করা। বর্বর পাকিস্তানীরা এদেশের সবচেয়ে বড় ক্ষতি করে গেছে বুদ্ধিজীবী হত্যার মধ্য দিয়ে। যেটার কুফল আমরা আজও ভোগ করছি। ঢাকায় প্রতি ১০ হাত দূরে দূরে একটি করে খাবার দোকান কিন্তু ১০ হাজার হাতের মধ্যেও একটি বইয়ের দোকান নেই। কি লজ্জা! এত বড় একটি রাজধানী শহরে বইয়ের এলাকা বলতে শুধুমাত্র নিউমার্কেট—নীলক্ষেত বোঝায়। প্রতি এলাকায় একটি করে বইয়ের মার্কেট কিংবা লাইব্রেরি গড়ে উঠতে পারে না? বইয়ের মার্কেট তৈরিতে ব্যবসায়ীদের আগ্রহ নেই। তাদের আগ্রহ খাবার দোকান তৈরিতে। আর প্রতিটি খাবারের দোকান খাদকে ভর্তি। একটি জেনারেশান তৈরি হয়েছে যাদের দৈনন্দিন কার্যতালিকায় মূলত দুটো জিনিস থাকে, খাওয়া আর ফেসবুকিং করা। এরা সারাদিন ধরে ফার্মের মুরগি দিয়ে তৈরি বিভিন্ন ফাস্টফুড খায়, তারপর হাতে থাকা ট্যাব-মোবাইল ফোনের দিকে তাকিয়ে ফার্মের মুরগির মতো ঝিমায়। কোচিং সেন্টারগুলো সারাদেশে একটি প্রতিবন্ধী জেনারেশান তৈরি করছে আর ব্যাঙের ছাতার মতো এই খাবারের দোকানগুলো একটি স্থূল জেনারেশান তৈরিতে সহায়তা করছে। এদের আটকাতে না পারলে সামনে ভয়াবহ সমস্যা।

সরকার সম্প্রতি কোচিং সেন্টারগুলোর বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নেয়ার ঘোষণা দিয়েছে যেটা সর্ব মহলে প্রশংসিত। আশা করি, এই ঘোষণার বাস্তবায়ন হবে। পাশাপাশি সরকারের কাছে আবেদন, দেশের ৪ হাজার ৫শ' ইউনিয়নের প্রতিটিতে একটি করে পাঠাগার স্থাপন করা এবং দেশের শিক্ষিত জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা পাড়ায় পাড়ায় একটি করে ছোট পাঠাগার গড়ে তোলার অনুরোধ করছি।

খন্দকার জিয়া হাসান
www.ziahasan.com